গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ - জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মর্যাদা সমুন্নত রেখে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মান ও কল্যাণ সাধনসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতার হার ৫,০০০ /- টাকা হতে ১০,০০০ /- টাকায় বৃদ্ধি করে ভাতা বাবদ ৩ বছরে ৫৩১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, জননিরাপত্তা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাধ্যমে খেতাবপ্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারসহ মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মোট ৮৫১৪ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা বাবদ ৭০২.৪৬/- কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২২০০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা বাবাদ ৯০ কোটি টাকা ও গড়ে ৩০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা বাবদ ৬,৪৪,৭৪,১৩৩/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের ২৩৫০ জনকে ৬,২৪,৭৪,০০০/- টাকা বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে জেলা ও উপজেলায় মোট ২৬০ টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সারাদেশে ২৬৬৩টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকায় বহুতল বিশিষ্ট ১টি বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণসহ ভূ-গর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক ১১৯৯৫ টি ডকুমেন্ট ডিজিটাইজেশনসহ ৫টি গ্রন্থ প্রকাশ ও ৮টি প্রামান্যচিত্র তৈরী করা হয়েছে। ঢাকার আগারগাঁও-এ পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্থায়ী ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ পূর্বক তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৭০ জন নারীকে মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) হিসাবে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক ও নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন, গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়নের আবেদন সীমিত জনবল নিয়ে দ্রুততার সাথে নিস্পত্তিকরণ, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত রীট ও অন্যান্য মামলাসমূহ যথাসময়ে নিস্পত্তিকরণ ও মহানগর/জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা যাছাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎপরিকল্পনা:

লালমুক্তিবার্তা ও ভারতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ও জামুকার সুপারিশকৃত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের নাম পর্যায়ক্রমে গেজেটে প্রকাশ। পর্যায়ক্রমে সকল মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ সকল অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসনের নিমিত্ত সারাদেশে ১০ (দশ) হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ ও শেয়ারিংপদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বাণিজ্যিক/আবাসিকভবন নির্মাণ,নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ এবং বিদ্যমান "The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order)"কে বাংলা ভাষায় "বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট" আইনে রপান্তরকরণসহ হালনাগাদকরণ। গেজেট, সনদ ও প্রত্যয়ন দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে অটোমেশনকরণ এবং গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের DPP অনুমোদনের নিমিত্ত দাখিলকরণ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ১.৮০ লক্ষ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের এবং ৬৯০০ জন যুদ্ধাহত ও খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদানসহ ৩৬০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- ২১,০০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধাসহ ২৯০০ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান;
- ৫০০০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের নাম গেজেটে প্রকাশ এবং ৬০০ টি সাময়িক সনদপত্র প্রদান ও ৫০০০ জনকে প্রত্যয়নকরণ;
- ৫০ জন বীরাঙ্গনাদের সনাক্তক্রমে তাঁদের নাম গেজেটে প্রকাশ;
- ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২৫০টি বাসস্থান এবং ১৩ টি জেলা ও ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ;
- লাল মুক্তিবার্তায় অন্তর্ভুক্ত ১,৪৯,৫০০ ও গেজেটভুক্ত ২,১৫,০০০ জন মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ডিজিটাইজেশনসহ বিদ্যমান এপ্লিকেশন সফটওয়ার হালনাগাদকরণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৭ সালের জুলাই মাসের ০৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ ;
২. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ;
৩. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ; এবং
৪. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রনয়ন,গেজেট প্রকাশ ও ঘোষিত তালিকা সংরক্ষণ করা;
২. মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা;
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা;
৪. স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য নীতি প্রণয়ন ও যুদ্ধের দলিলাদি সংরক্ষণ করা;
৫. মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তুলে ধরা;
৬. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৭. সরকারি ,স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের চাকুরির কোটা সংরক্ষণ মনিটরিংকরা;
৮. স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ,মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি/গণকবর,সন্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা;
৯. যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস,শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং মুজিবনগর দিবস পালন করা।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০		
মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)	সুবিধাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার হার	%	৯০.১৪	৯০.৪০	৯৫.০০	৯৮.০০	১০০.০০	১.মুবিম, ২.সকম, ৩.বামুকট্রা, ৪.জামুকা, ৫.মুজাঘ ৬.পিডব্লিউডি, ৭.এলজিইডি, ৮.বিআরডিবি, ৯.জেপ্র ও ১০.উপজেপ্র ১১।বিবিএস	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন
নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	জন	১০৩৮৪	১০৬২২	১১৫৫০	১২০৭০	১২৫৬৫	১. মুবিম, ২. জামুকা, ৩. মুজাঘ, ৪. বামুকট্রা, ৫. জেপ্র ও ৬. উপজেপ্র	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ ;	৪০	[১.১] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানী ভাতা প্রদান	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জন (লক্ষ)	৪.০০	১.৮০	১.৮০	১.৮০	১.৭৮	১.৭৬	১.৭৪	১.৭২	১.৯০	২.০০
		[১.২] যুদ্ধাহত,খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান।	[১.২.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	সংখ্যা	৩.০০	৬৯৮৯	৬৯৫৩	৬৯০০	৬৮৫০	৬৭৫০	-	-	৬৮৫০	৬৮০০
		[১.৩] মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান	[১.৩.১] বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী	সংখ্যা	৩.০০	১৭১৭	২৩৫০	২৯০০	২৮৭৫	২৮৫০	২৮২৫	২৮০০	২৯০০	২৯০০
		[১.৪] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান।	[১.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	২.০০	২২৩৪৫	২২০০০	২১০০০	২০৫০০	২০০০০	-	-	২১০০০	২০৮০০
		[১.৫] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.৫.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	২.০০	৩৬২	৩৫০	৩৬০	৩৫০	৩৪০	-	-	৩৫০	৩৫০
		[১.৬] মুক্তিযোদ্ধা ও তঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।	[১.৬.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জন	১.০০	২৩০০	২১০০	২২০০	২১৫০	২১০০	-	-	২২০০	২৩০০
		[১.৭] ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ।	[১.৭.১] নির্মিত বাসস্থান	সংখ্যা	৩.০০	৯১৫	৯৫০	২৫০	২৪০	২৩০	-	-	-	-
		[১.৮] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	[১.৮.১] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	১.০০	১৯	০৫	১৩	১০	০৮	০৭	০৫	-	-

মুদ্রণ তারিখ: সোমবার, জুলাই ০৩, ২০১৭

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[১.৮] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	[১.৮.২] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	১.০০	১০০	১০০	৬০	৫৫	৫০	-	-	-	-
		[১.৯] লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত ও গেজেটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা ডিজিটাইজেশকরণ (Digitization)	[১.৯.১] লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত ডিজিটাইজেশকৃত মুক্তিযোদ্ধা	সংখ্যা (লক্ষ)	২.৫০	-	-	১.৪৯	১.৪৫	১.৪০	-	-	-	-
			[১.৯.২] গেজেটভুক্ত ডিজিটাইজেশনকৃত মুক্তিযোদ্ধা	সংখ্যা (লক্ষ)	২.৫০	-	-	২.১৫	২.১০	২.০০	-	-	-	-
			[১.৯.৩] বিদ্যমান এপ্লিকেশন সফ্টওয়ার হালনাগাদ করণ	তারিখ	২.০০	-	-	৩১-০৭-২০১৭	৩০-০৮-২০১৭	-	-	-		
		[১.১০] মুক্তিযোদ্ধাদের নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তিসহ সংশোধিত গেজেট প্রকাশ	[১.১০.১] প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধা গেজেট	সংখ্যা	২.০০	১০৮৯	১২০০	৫০০০	৪৫০০	৪০০০	৩৫০০	৩০০০	৫৫০০	৬০০০
		[১.১১] নারী মুক্তিযোদ্ধা(বীরাঙ্গনাদের)সনাক্তকরন ও গেজেট প্রকাশকরণ	[১.১১.১] (১.১১.১) সনাক্তকৃত ও প্রকাশিত নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) গেজেট	সংখ্যা	২.০০	৯০	৭৫	৫০	৪৫	৪০	-	-	৪০	৩০
		[১.১২] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ	[১.১২.১] প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তি	সংখ্যা	২.০০	২৯১৫	২৩০০	৫০০০	৪৫০০	৪৩০০	৪২০০	৪০০০	৫৫০০	৬০০০
			[১.১২.২] সাময়িক সনদ প্রদানের আবেদন নিস্পত্তি	সংখ্যা	২.০০	৫৬৪	১৫০০	৩০০০	২৫০০	২০০০	১৮০০	১৫০০	৩৫০০	৪০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[১.১২] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ	[১.১২.৩] চুড়ান্ত প্রস্তুতকৃত সাময়িক সনদপত্র	সংখ্যা	১.০০	০০	৩০০	৬০০	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৭০০	৮০০
		[১.১৩] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত মানের আইডি কার্ড প্রদান	[১.১৩.১] প্রদানকৃত আইডি কার্ড	সংখ্যা	১.০০	২২৮	৩০০	৩০০	২৫০	২৪০	২৩০	-	৫০	৫০
		[১.১৪] মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনে উপজেলা / জেলা / মহানগর আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প প্রণয়ন ও দাখিলকরণ	[১.১৪.১] নির্ধারিত তারিখে প্রণয়নকৃত ফ্লাট নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিলকৃত	তারিখ	৩.০০			৩১-১২-২০১৭	৩১-০১-২০১৮	২৮-০২-২০১৮	৩১-০৩-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮		
[২] মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ;	১৯	[২.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	[২.১.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সংখ্যা	৭.০০	৩৪৩৩০	৩১৫০০	৩৫০০০	৩৪৫০০	৩৪০০০	৩৩৫০০	৩৩০০০	৪০০০০	৪৫০০০
			[২.১.২] জাদুঘর পরিদর্শিত শিক্ষার্থী	সংখ্যা	৩.০০	-	-	১০০০০	৯৫০০	৯০০০	৮৫০০	৮০০০	১০৫০০	১১০০০
			[২.১.৩] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	সংখ্যা	২.০০	০৩	০৩	০৩	০২	০১	-	-	০৩	০৩
		[২.২] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	[২.২.১] জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি	সংখ্যা	৫.০০	৪৯০৭২	৫২০০০	৫৫০০০	৫৪৫০০	৫৪০০০	৫৩৫০০	৫৩০০০	৫৬০০০	৫৬৫০০০
		[২.৩] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	[২.৩.১] মেরামতকৃত স্মৃতি স্থাপনা	সংখ্যা	২.০০	-	-	১০	০৮	০৫	-	-	০০	০০

মুদ্রণ তারিখ: সোমবার, জুলাই ০৩, ২০১৭

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনার জাগরণ এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণ; এবং	১৭	[৩.১] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিতকরণ।	[৩.১.১] প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তি	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১.২৪	১.৭৫	১.৮০	১.৭৯	১.৭৮	১.৭৭	১.৭৬	১.৮২	১.৮৩
			[৩.১.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিত ব্যক্তি	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১.২৪	১.৭৫	১.৮০	১.৭৯	১.৭৮	১.৭৭	১.৭৬	১.৮২	১.৮৩
		[৩.২] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসবের আয়োজন	[৩.২.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সংখ্যা	২.০০	১০০০০	১০০০০	১১০০০	১০৫০০	১০০০০	-	-	১১৫০০	১২০০০
		[৩.৩] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[৩.৩.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষক	সংখ্যা	১.০০	২৭৬	৪৮২	৪০০	৩৭৫	৩৭০	-	-	৩৯০	৩৯৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[৩.৪] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন	[৩.৪.১] অংশগ্রহণকারী	জন	১.০০	১০৮	১৪০	১৫০	১৪০	-	-	-	১৬০	১৭০
		[৩.৫] মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সমিতি/সংগঠনসমূহের নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন পরিবীক্ষণ এবং নিবন্ধিত সমিতি পরিদর্শন	[৩.৫.১] নিবন্ধিত ও প্রাক নিবন্ধিত পরিবীক্ষিত সংগঠন	সংখ্যা	০.৫০	২১	২৫	২০	১৮	১৬	১৫	১৪	১৫	১২
			[৩.৫.২] পরিদর্শিত নিবন্ধিত সমিতি	সংখ্যা	০.৫০	৩১	২৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৪০	৪০
		[৩.৬] মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্মৃতি সংরক্ষণার্থে সবুজ পাতাভুক্ত [(১)ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ ৩য় পর্যায়, (২)শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (৩)মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ, (৪)মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের (৫) নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ (৬) মুজিব নগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপন ৬টি প্রকল্পের ডিপিপির প্রণয়ন ও পরিকল্পনা কমিশনে দাখিলকরণ	[৩.৬.১] দাখিলকৃত উন্নয়ন প্রকল্প(ডিপিপি)	সংখ্যা	৬.০০	০০	০০	০৬	০৫	০৪	০৩	০২	০০	০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৪] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;	৪	[৪.১] মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন ও অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ	[৪.১.১] সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন ও অনুমোদনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণকৃত	তারিখ	২.০০			৩১-০৩-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮	৩১-০৫-২০১৮	৩০-০৬-২০১৮			
		[৪.২] আইন/ বিধি/ নীতিমালার সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব তথ্যবাতায়নে প্রকাশকরণ।	[৪.২.১] নির্ধারিত তারিখে সংশোধনযোগ্য আইন/ বিধি/ নীতিমালার খসড়া তথ্যবাতায়নে প্রকাশকৃত	তারিখ	২.০০			৩১-০৩-২০১৮	৩০-০৪-২০১৮	৩১-০৫-২০১৮	৩০-০৬-২০১৮			

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০			৪০	৩৫	৩০	২৫	২০		
		[১.২] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	[১.২.১] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	০.৫০			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রণীত তালিকা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি করে অনলাইন সেবা চালু করা	[১.৩.১] ন্যূনতম দুটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৭	০৭-১২-২০১৭	১৪-১২-২০১৭	২১-১২-২০১৭	২৮-১২-২০১৭		
		[১.৪] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	[১.৪.১] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেস প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০৮-২০১৭	১৪-০৯-২০১৭	২৮-০৯-২০১৭	১২-১০-২০১৭	৩১-১০-২০১৭		
			[১.৪.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড	%	১.০০			৪০	৩০	২৫	২০	১০		
		[১.৫] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	[১.৫.১] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			১৪-০৯-২০১৭	২৮-০৯-২০১৭	১২-১০-২০১৭	৩১-১০-২০১৭	১৪-১২-২০১৭		
		[১.৬] মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৬.১] তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	১.০০			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[১.৬.২] শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫০			১১-০১-২০১৮	১৮-০১-২০১৮	২২-০১-২০১৮	২৫-০১-২০১৮	৩১-০১-২০১৮		
		[১.৭] সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	[১.৭.১] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-১২-২০১৭	১৫-০১-২০১৮	২২-০১-২০১৮	০৮-০২-২০১৮	২২-০২-২০১৮		
		[১.৮] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৮.১] নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	০.৫০			১২	১১					
			[১.৮.২] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	০.৫০			৯০	৮০	৭৫	৭০	৬০		
[২] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৪	[২.১] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	[২.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫০			২৩-০৪-২০১৭	২৪-০৪-২০১৭	২৫-০৪-২০১৭	২৬-০৪-২০১৭	২৭-০৪-২০১৭		
		[২.২] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[২.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			০৮-০৮-২০১৭	১০-০৮-২০১৭	১৩-০৮-২০১৭	১৬-০৮-২০১৭	১৭-০৮-২০১৭		
		[২.৩] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫০			৪	৩					
		[২.৪] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[২.৪.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-০১-২০১৮	৩১-০১-২০১৮	০১-০২-২০১৮	০৫-০২-২০১৮	০৬-০২-২০১৮		
		[২.৫] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	[২.৫.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১.০০			১৫-০৬-২০১৮	১৮-০৬-২০১৮	১৯-০৬-২০১৮	২০-০৬-২০১৮	২১-০৬-২০১৮		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন* ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-২০১৮					প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩	[৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.১.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[৩.২] স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	০.৫০			০১-০২-২০১৮	১৫-০২-২০১৮	২৮-০২-২০১৮	২৮-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৮		
			[৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	০.৫০			০১-০২-২০১৮	১৫-০২-২০১৮	২৮-০২-২০১৮	২৮-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৮		
		[৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	[৩.৩.১] কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০			১৫-১০-২০১৭	২৯-১০-২০১৭	১৫-১১-২০১৭	৩০-১১-২০১৭	১৪-১২-২০১৭		
[৪] দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	২	[৪.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.১.১] প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা	১.০০			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
		[৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা	[৪.২.১] শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫০			১৩-০৭-২০১৭	৩১-০৭-২০১৭					
		[৪.৩] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা	[৪.৩.১] ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫০			৪	৩					
[৫] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	২	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫০			১০০	৯০	৮০				
		[৫.২] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	[৫.২.১] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	০.৫০			১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫		
		[৫.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৫.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০			১৫-১০-২০১৭	২৯-১০-২০১৭	১৫-১১-২০১৭	৩০-১১-২০১৭	১৪-১২-২০১৭		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে ভারপ্রাপ্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

ভারপ্রাপ্ত সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৬/০৭/২০১৭
তারিখ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

তারিখ

মুদ্রণ তারিখ: সোমবার, জুলাই ০৩, ২০১৭

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	টিবিডি	টু বি ডেভিলপ্ট
২	উজেপ্র	উপজেলা প্রশাসন
৩	বামুকট্রা	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
৪	মুবিম	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫	ডিপিপি	উন্নয়ন প্রকল্প ছক / প্রস্তাব
৬	জেপ্র	জেলা প্রশাসন
৭	এমটিবিএফ	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো
৮	বিআরডিবি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৯	জামুকা	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল
১০	বামুস	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
১১	এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ
১২	পিডব্লিউডি	গণপূর্ত বিভাগ
১৩	মুজাঘ	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
১৪	সকম	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৫	বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানী ভাতা প্রদান	[১.১.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা ভোগীর সংখ্যা এক লক্ষ হতে দুই লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৫,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকায় উন্নীত করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার নীতিমালা, ২০১৩ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ৩ বছরে ৫৩১৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ১.৮০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের বরাবরে মাসিক ১০,০০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদানের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন	প্রতি তিন মাস কিস্তিতে জেলা ওয়ারি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা ভোগীর সংখ্যানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং বিতরণকৃত সুবিধাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.২] যুদ্ধাহত,খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান।	[১.২.১] সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	শারীরিক অসামর্থ্য অনুযায়ী ০৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিবছর গড়ে ৬৯৫৩ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ৬৭৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাকে “খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদান নীতিমালা,২০১৬” অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতি কিস্তিতে ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয় বিভাগওয়ারী এ্যাডভাইজের সিরিয়াল অনুযায়ী ভাতা প্রদানের সংখ্যা এবং প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৩] মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান-সন্ততিদের বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান	[১.৩.১] বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান/প্রজন্মের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য মেধাভিত্তিতে ২৩৫০ জন শিক্ষার্থীকে “বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি” প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০০ জন হারে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণা	ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে স্ব-স্ব সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসেবে বৃত্তির অর্থ প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে যথাক্রমে ০১ হতে ৫৯৮ ও ০১ হতে ৩৭৯ এবং ০১ হতে ৭৭৩ এবং ০১ হতে ৬০০ পর্যন্ত মোট ২৩৫০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৪] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান।	[১.৪.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নামে রেশন কার্ড ইস্যু করে থাকে। এ কার্ড প্রদর্শন করে প্রতিমাসে দেশের সকল পুলিশ লাইন থেকে কার্ডধারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগন রেশন সামগ্রী গ্রহণ করে থাকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ২২,০০০ জনকে রেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিভাগওয়ারী রেশন কার্ডের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়। রেজিষ্টারে উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের সংখ্যা গণনা করে মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৫] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	[১.৫.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ৩০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে দেশে-বিদেশে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ব্যাংক এ্যাডভাইজের মাধ্যমে স্ব-স্ব সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসেবে চিকিৎসার অর্থ প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক এ্যাডভাইজে উল্লিখিত বিভাগওয়ারী ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাপ করা হয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৬] মুক্তিযোদ্ধা ও তঁদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান।	[১.৬.১] সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ৩৭.৫০ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে বিগত ৩ বৎসরে ৭৫,০০০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ শেষে ৩০,০০০ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে আরো ২১০০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ প্রদান করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	বিআরডিবি-এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রশিক্ষণ ও ৩৭.৫০ কোটি টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিআরডিবি-এর প্রেরিত প্রতিবেদন হতে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.৭] ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ।	[১.৭.১] নির্মিত বাসস্থান	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার জন্য তাঁদের নিজস্ব জমিতে এক ইউনিট বিশিষ্ট ২৬৬৫ টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে । ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে আরো ২৫০টি আবাসিক ভবন নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত বাসস্থানের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.৮] মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।	[১.৮.১] নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য জেলায় গত ৩ বৎসরে ৪৯ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে আরো ১৩ টি জেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত বাসস্থানের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
	[১.৮.২] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য গত ৩ বৎসরে ২১১ টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে আরো ৬০টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ-এর প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে নির্মিত বাসস্থানের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৯] লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত ও গেজেটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা ডিজিটাইজেশকরণ (Digitization)	[১.৯.১] লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত ডিজিটাইজেশকৃত মুক্তিযোদ্ধা	২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত ১.৪৯ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার নাম ডিজিটাইজেশকরণের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখার হতে লাল মুক্তিবার্তাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম ডিজিটাইজেশকরণের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। জনপ্রতি মুক্তিযোদ্ধার ডাটা ডিজিটাইজেশকরণের বিল প্রদানের তথ্য হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
	[১.৯.২] গেজেটভুক্ত ডিজিটাইজেশনকৃত মুক্তিযোদ্ধা	২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে গেজেটভুক্ত ২.১৫ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার নাম ডিজিটাইজেশকরণের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখার হতে গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম ডিজিটাইজেশকরণের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। জনপ্রতি মুক্তিযোদ্ধার ডাটা ডিজিটাইজেশকরণের বিল প্রদানের তথ্য হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
	[১.৯.৩] বিদ্যমান এপ্লিকেশন সফ্টওয়ার হালনাগাদ করণ	২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে বিদ্যমান এপ্লিকেশন সফ্টওয়ার হালনাগাদ করণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিদ্যমান এপ্লিকেশন সফ্টওয়ারটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যবাতায়নে (www.molwa.gov.bd) আপলোড করা রয়েছে। তথ্যবাতায়ন নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.১০] মুক্তিযোদ্ধাদের নাম গেজেটে অর্ন্তভুক্তিসহ সংশোধিত গেজেট প্রকাশ	[১.১০.১] প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধা গেজেট	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগ/যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইক্রমে /জামুকার সুপারিশের আলোকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের গত ৩ বৎসরে ৫১২০টি গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে আরো ২০০০ টি গেজেট প্রকাশ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	গেজেট প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি বিজি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে ও প্রকাশিত গেজেটের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ গেজেটের প্রেরিত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.১১] নারী মুক্তিযোদ্ধা(বীরাঙ্গনাদের)সনাক্তকরন ও গেজেট প্রকাশকরণ	[১.১১.১] (১.১১.১) সনাক্তকৃত ও প্রকাশিত নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) গেজেট	রীরাঙ্গনা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগ/যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইক্রমে জামুকার সুপারিশের আলোকে গত বৎসরে ৭৫ জন নারী মুক্তিযোদ্ধার গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে আরো ৫০জন নারী মুক্তিযোদ্ধার গেজেট প্রকাশ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	গেজেট প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি বিজি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়ে থাকে ও প্রকাশিত গেজেটের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ গেজেটের প্রেরিত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১২] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত ও সাময়িক সনদের আবেদন নিস্পত্তিকরণ	[১.১২.১] প্রত্যয়ন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তি	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমানক অনুয়ায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ২৭৯০ টি প্রত্যয়নের আবেদনপত্র / চিঠি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ৪৫০০ টি আবেদনপত্র / চিঠি নিস্পত্তি করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নসমূহ প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইস্যু রেজিষ্টারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে ও প্রত্যেকটি প্রত্যয়নের অফিসকপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্যয়ন শাখায় সংরক্ষিত থাকে। ইস্যু রেজিষ্টার ও সংরক্ষিত প্রত্যাযিত কপি হতে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
	[১.১২.২] সাময়িক সনদ প্রদানের আবেদন নিস্পত্তি	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে তালিকায় ঘোষিত / বিভিন্ন প্রমানক অনুয়ায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ১৫০০ টি সনদের আবেদনপত্র নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ২১০০ টি সনদপত্রের আবেদন নিস্পত্তির লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নিস্পত্তিকৃত সনদপত্রের আবেদনসমূহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সনদ শাখায় রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবেদন কারীদেরকে মোবাইল এস এম এস-এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়ে থাকে। রেজিস্টার অনুযায়ী নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ও এস এম এস এর সংখ্যা অনুযায়ী মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
	[১.১২.৩] চুড়ান্ত প্রস্তুতকৃত সাময়িক সনদপত্র	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাইক্রমে গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০০ টি সাময়িক সনদপত্র ইস্যু করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ৫৫০টি সাময়িক সনদপত্র ইস্যু করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সাময়িক সনদপত্র চুড়ান্ত প্রস্তুতের পর তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সদন রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয় ও প্রস্তুতকৃত সনদপত্র আবেদন কারীদের বরাবরে রেজিস্টারের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতবেদন
[১.১৩] যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত মানের আইডি কার্ড প্রদান	[১.১৩.১] প্রদানকৃত আইডি কার্ড	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে স্মার্ট কার্ড প্রস্তুত করে তা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। গত অর্থ বছরে ৩০০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে আরো ৩০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে স্মার্ট কার্ড প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্মার্ট আইডি কার্ডের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয়। স্মার্ট আইডি কার্ডের রেজিষ্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা পূর্বক মোট প্রদানকৃত স্মার্ট আইডি কার্ডের সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১৪] মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংকট নিরসনে উপজেলা / জেলা / মহানগর আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প প্রণয়ন ও দাখিলকরণ	[১.১৪.১] নির্ধারিত তারিখে প্রণয়নকৃত ফ্লাট নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিলকৃত	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিগত ৩ বৎসরে সারাদেশে ২৬৬৩টি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকায় বহুতল বিশিষ্ট ১টি বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রনয়ণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ডিপিপি দাখিল করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,গনপূর্ত অধিদপ্তর ও এলজিইডি	ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের তথ্য হতে প্রেরিত ডিপিপির দাখিলের তারিখ নির্ধারণ বা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
[২.১] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি / স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	[২.১.১] জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বিগত ৩ বৎসরে প্রায় ১,১১,৯০০ জন দর্শনার্থী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ৩৫,০০০ জন দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করানোর লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের গণনার জন্য একটি রেজিস্টার রয়েছে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতবেদন
	[২.১.২] জাদুঘর পরিদর্শিত শিক্ষার্থী	২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ১০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্নসমূহসহ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করানোর লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের গণনার জন্য একটি রেজিস্টার রয়েছে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতবেদন
	[২.১.৩] নির্মিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক গত ৩ বৎসরে ৮ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে আরো ৩ টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রস্তুতের পর তা ফিল্ম সংগ্রহের রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়ে থাকে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা গণনা পূর্বক মোট প্রস্তুতকৃত ও সংগ্রহীকৃত ডকুমেন্টারি ফিল্মের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	[২.২.১] জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শিত ব্যক্তি	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে মিরপুর পাম্প হাউসে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়। উক্তস্থানটি "মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি" নামে পরিচিত । গত ৩ বৎসরে প্রায় ১,৪৭,০০০ দর্শনার্থী স্থানটি পরিদর্শন করেছেন। তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ৫৫০০০ জন দর্শনার্থীকে মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন করার লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীদের এক্সেশন রেজিস্টারের মাধ্যমে জল্লাদখানার অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। এক্সেশন রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর গণনার মাধ্যমে মোট সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৩] মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	[২.৩.১] মেরামতকৃত স্মৃতি স্থাপনা	১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠণ স্থানটিতে স্মৃতি স্থাপনা নির্মান করা হয়েছে। তাছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যে সকল স্থানে শহীদ হয়েছেন হয়েছেন সে সকল স্থানে স্মৃতি স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্মৃতি স্থাপনা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মেরামত/সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১০টি স্মৃতি স্থাপনা মেরামত/সংস্কারের লক্ষমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর	স্মৃতি স্থাপনা মেরামত/সংস্কার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক-এর দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদন ও এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখা হতে অর্থ বরাদ্দের পরিমান হতে মেরামত/সংস্কারকৃত স্মৃতি স্থাপনা পরিমাপ করা হবে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন।
[৩.১] নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিতকরণ।	[৩.১.১] প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তি	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ২৫৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে । এতে প্রায় পাঁচ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে প্রামান্যচিত্র প্রদর্শণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ১০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১.৮০ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামন্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্রারম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অণুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরার সংখ্যা হতেই মোট সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতবেদন
	[৩.১.২] ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিত ব্যক্তি	ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শনের মাধ্যমে বিগত ৩ বৎসরে দেশব্যাপী ২৫৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র ও ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শন করা হয়েছে । এতে প্রায় পাঁচ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে প্রামান্যচিত্র প্রদর্শণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ১০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১.৮০ লক্ষ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামন্যচিত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরের প্রারম্ভেই কর্মসূচি প্রণয়ন পূর্বক প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্যালেন্ডার অণুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট থেকে জাদুঘর ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তিদের হাজিরা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। হাজিরার সংখ্যা হতেই মোট সংখ্যা নিরুপন করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতবেদন
[৩.২] নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তির উৎসবের আয়োজন	[৩.২.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থীদের দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৩ বৎসরে ৩টি মুক্তির উৎসবের আয়োজন করে । এতে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ১১,০০০ শিক্ষার্থীকে মুক্তির উৎসবে অংশগ্রহন করানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রতিবছর মুক্তির উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত খেলার মাঠের প্রবেশ পথে ক্রমসংখ্যা নির্নয়ক ইলেকট্রিক আর্চারির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঠে প্রবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর্চারির ক্রম সংখ্যা হতে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.৩] জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন	[৩.৩.১] অংশগ্রহণকারী শিক্ষক	মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা জাগরন এবং দেশাত্ববোধ শক্তিশালীকরণার্থে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত ৩ বছরে ১২ টি শিক্ষক সম্মেলন করে। এতে প্রায় ৪৫০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন এবং ৫ টি বিভাগীয় সম্মেলনে প্রায় ১০০০ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন । ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ৪ টি শিক্ষক সম্মেলন ও ২টি বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্মেলন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	অংশগ্রহণ কারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা হতেই মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৪] জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সেমিনার/ ওয়ার্কসপ আয়োজন	[৩.৪.১] অংশগ্রহণকারী	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত ৩ বছরে ৪টি জাতীয় ও ১টি আন্তর্জাতিক মোট ৫টি সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করেছে। এতে প্রায় ৫৫০ জন দেশী ও বিদেশী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবৎসরে ৩টি জাতীয় ও ১টি আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজনের ক্ষেত্রে অংগ্রহণকারী দেশি ও বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। রেজিস্ট্রেশনের ক্রমিক সংখ্যা গণনা করে মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়ে থাকে।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৫] মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সমিতি/সংগঠনসমূহের নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন পরিবীক্ষণ এবং নিবন্ধিত সমিতি পরিদর্শন	[৩.৫.১] নিবন্ধিত ও প্রাক নিবন্ধিত পরিবীক্ষিত সংগঠন	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারবর্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল ৬০ টি সংগঠন/সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ২০টি সমিতি নিবন্ধন ও পরিবীক্ষণ-এর লক্ষমাত্রা রায়েছে।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	আবেদিত মুক্তিযোদ্ধা সমিতি ও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সংগঠনের আবেদন সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা হতেই মোট সংখ্যা নিরুপন করা হয়।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন।
	[৩.৫.২] পরিদর্শিত নিবন্ধিত সমিতি	গত তিন বছরে ৫৬ টি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সংগঠন ও মুক্তিযোদ্ধা সমিতি পরিদর্শন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ৪০টি সমিতি পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	সমিতি পরিদর্শনের পরপরই পরিদর্শন কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট পরিদর্শিত সমিতির সংখ্যা পরিমাপ করা হয়ে থাকে।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.৬] মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্মৃতি সংরক্ষণার্থে সবুজ পাতাভুক্ত [(১)ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ ৩য় পর্যায়, (২)শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (৩)মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ, (৪)মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের (৫) নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ (৬) মুজিব নগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপন ৬টি প্রকল্পের ডিপিপির প্রণয়ন ও পরিকল্পনা কমিশনে দাখিলকরণ	[৩.৬.১] দাখিলকৃত উন্নয়ন প্রকল্প(ডিপিপি)	২০১৭০১৮ অর্থবৎসরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্মৃতি সংরক্ষণার্থে সবুজ পাতাভুক্ত [(১)ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ ৩য় পর্যায়, (২)শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (৩)মুক্তিযুদ্ধকালে শহীদ মিত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ, (৪)মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের (৫) নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ (৬) মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপন মোট ৬টি প্রকল্পের ডিপিপির প্রণয়ন ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক তার পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের তথ্য হতে প্রেরিত ডিপিপির দাখিলের সংখ্যা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.১] মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন ও অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ	[৪.১.১] সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন ও অনুমোদনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণকৃত	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন ও অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন ও অনুমোদনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের স্মারক নম্বর ও তারিখ হতে পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.২] আইন/ বিধি/ নীতিমালার সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব তথ্যবাতায়নে প্রকাশকরণ।	[৪.২.১] নির্ধারিত তারিখে সংশোধনযোগ্য আইন/ বিধি/ নীতিমালার খসড়া তথ্যবাতায়নে প্রকাশকৃত	২০১৭-১৮ অর্থবছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার আইন /বিধি/নীতিমালা সংশোধনের খসড়া প্রস্তুত পূর্বক তা এ মন্ত্রণালয়ের তথ্যবাতায়নে প্রকাশ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	নির্ধারিত তারিখে সংশোধনযোগ্য আইন/ বিধি/ নীতিমালার খসড়া তথ্য বাতায়নে প্রকাশের মাধ্যমে তা পরিমাপ করা হয়।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর বার্ষিক প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
অন্যান্য	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরন নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী ভাতা বিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরন নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন ভাতা বিতরনযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেহেতু জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরাসরি নিয়ন্ত্রন করে থাকে সেহেতু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	ভাতা প্রদানে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।
বিভাগ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা,সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরন নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের বরাদ্দকৃত ভাতার অর্থ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরন নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের বরাদ্দকৃত ভাতার অর্থ রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক বিতরন করে থাকে। যেহেতু রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকসমূহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সরাসরি নিয়ন্ত্রন করে থাকে সেহেতু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	সম্মানী ভাতা সুষ্ঠুভাবে বিতরণে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।
বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, নির্মিত বাসস্থান	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	এলজিইডি কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	অস্বচ্ছল ও ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বসবাসে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।
মন্ত্রণালয়	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর নিকট নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ বিঘ্নিত হবে।
বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ	এ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিআরডিবির মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়েছে। যেহেতু সমঝোতা স্মারকবলে বিআরডিবি কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে সেহেতু পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের আত্মকর্মসংস্থানের বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।
মন্ত্রণালয়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরন নীতিমালার,২০১৩ অনুযায়ী ভাতাবিতরণযোগ্য মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ ও সুষ্ঠুভাবে ভাতা বিতরণ।	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরন নীতিমালা,২০১৩ অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন সূচকটি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে বিধায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট পরোক্ষভাবে এরুপ চাহিদার /প্রত্যাশার যৌক্তিকতা।	ভাতা প্রদানে অনিশ্চয়তা দেখা দেবে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
অন্যান্য	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	অংশগ্রহণকারী শিক্ষক,সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি , সুবিধাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা,বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী,প্রামান্যচিত্র প্রদর্শিত ব্যক্তি,ভ্রাম্যমান জাদুঘর প্রদর্শিত ব্যক্তি,অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী	সরেজমিনে জরিপের ফলাফল/ প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন ।	মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাব)সহ নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	প্রত্যাশা পূরণ না হলে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নীত (দারিদ্র্য নিরসন)সহ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।